দৈনিক সংবাদ

APR. 1 6 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ ......

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাউবির দিকে একটু তাকান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অন্যতম একটি অঙ্গীকার হলো সকল বয়সের মানুষের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯২ সালের ২০শে অক্টোবর মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করে। উপাচার্য ও প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ড.এম শমসের আলীর নেতৃত্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। শিক্ষার ব্যাপক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাউবি তার অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম আরম্ভ করে। কিন্তু বর্তমানে বাউবির শিক্ষা কার্যক্রমের বেহাল অবস্থা দেখলে আপনি ব্যথিত হবেন। শিক্ষা কার্যক্রমের করুণ চিত্রের কয়েকটি উদাহরণ আপনার সদয় অবগতির জন্য উল্লেখ করা হলো ঃ

এসএসসি ঃ এই প্রোগ্রামের মেয়াদ ২ বছর। কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করতে একজন শিক্ষার্থীর সময় লাগছে কমপক্ষে ৩ বছর। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে নবম শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত ভর্তির প্রক্রিয়াই শুরু হয়নি। কবে ক্লাস, কবে পাঠসামগ্রী পাবে শিক্ষার্থীরা সেটা শুধু আল্লাহ জানেন।

এইচএসসি ঃ এসএসসির মতো এইচএসসিও ২ বছর মেয়াদি প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে ভর্তি হলে ফেল না করলেও একজন শিক্ষার্থীর ফলাফল পেতে সময় লেগে যাচ্ছে সাড়ে ৩/৪ বছর। যেমন ১ম ব্যাচের সময় লেগেছে ৪ বছর। এছাড়া ২০০১ সালে যারা এইচএসসি ভর্তি হয়েছে তাদের ক্লাস শুরু হয়েছে ৫-৪-২০০২ থেকে। এইচএসসির সেশন জুন-জুলাই। অর্থাৎ চলতি সেশনের সময় আছে মাত্র দুই মাস।

সি.এড ঃ এই প্রোগ্রামটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৩ সিমেস্টার অর্থাৎ ১৮ মাসব্যাপী একটি কার্যক্রম। এই প্রোগ্রামটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু ১৮ মাসের কোর্স ৩৬ মাসেও শেষ হচ্ছে না দেখে প্রশিক্ষণার্থীরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষার্থীর অভাবে কুষ্টিয়া পিটিআই, টিউটোরিয়াল সেন্টার বন্ধ করে দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছেন।

বিএ/বিএসএস ঃ এই প্রোগ্রাম ৩ বছর মেয়াদি। ৬ সিমেস্টারে বিভক্ত এই প্রোগ্রামটি কোর্সনির্ভর। প্রতি সিমেস্টার ৬ মাস মেয়াদি। ২০০১ সালের জানুয়ারিতে এই প্রোগ্রাম চালু হলেও ইতোমধ্যে ৬ মাস সেশনজটে আটকে গেছে। ১ম ব্যাচের ২য় সেমিস্টারের পরীক্ষা শুরু হয়েছে ২৯-৩-২০০২ থেকে এবং শেষ হবে ০৩-০৫-২০০২। যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ৩১শে ডিসেম্বর। ২য় ব্যাচের জানুয়ারি-জুন ২০০২ সিমেস্টারের ভর্তি চলবে ৬-৫-০২ পর্যন্ত। তাহলে টিউটোরিয়াল ক্লাস হবে কখন আর পরীক্ষাই বা কখন হবে? ১ম ব্যাচের ১ম সিমেস্টার পরীক্ষা ৬ মাস হলেও ফলাফল কবে বের হবে কেও তা বলতে পারবে না। হয়তো খোঁজ নিলে দেখা যাবে এখন পর্যন্ত খাতাই বিতরণ করা হয়নি।

সেলপ, কালপ, বেল্ট, সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট ও ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম এখন অনেকটা ইতিহাসের বিষয় হতে চলেছে। কারণ দেশের বাস্তবতা বিবেচনা না করে আবেগতাড়িত হয়ে অবিবেচনাপ্রসূত এসব প্রোগ্রাম চালু করেছেন কর্তৃপক্ষ।

উপরোক্ত বিষয়ের সত্য যাচাইয়ের জন্য বেশিদূর যেতে হবে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত উন্মুক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষার সময়সূচি দেখলেই বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।

অসংখ্য সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু অর্জন চোখ এড়ায় না।

১। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দর্শন আধুনিক, ব্যাপক ও উদার।

২। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি আধুনিক।

৩। পাঠসামগ্রী মানসম্পন্ন।

৪। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

৫। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাংলাদেশের যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি।

৬। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়ার কোন সুযোগ নেই। সবাইকে টাকা খরচ করে পড়তে হয়। এমনকি সরকার ঘোষিত মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থাও এখানে নেই।

বাউবির শিক্ষা কার্যক্রমের এই স্থবির অবস্থার জন্য যেসব বিষয় দায়ী তা খুঁজে বের করার জন্য গবেষণার প্রয়োজন নেই। সাদা চোখে দেখা যায় ঃ

১। বাউবির বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিবর্গের অদক্ষতা নয় বরং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব।

২। দায়বদ্ধতা, অঙ্গীকার ও জবাবদিহিতা না থাকা।

৩। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।

৪। কাজ করার পরিবর্তে নিজের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য বেশি ব্যস্ত থাকা।

৫। চরম উদাসীনতা।

উদাসীনতার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঝিনাইদহ জেলায় এইচএসসির দু'টি কেন্দ্রের ফলাফলে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও ফলাফলে অনুপস্থিত দেখে শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়েছে।

সার্টিফিকেট সংক্রান্ত আর একটি গুরুতর সমস্যা রয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পাস করবে তাদের সবাইকে স্বশরীরে গাজীপুর ক্যাম্পাসে উপস্থিত হয় সার্টিফিকেট নিতে হবে। কিন্তু শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পাস করে তারা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট সময় পর সার্টিফিকেট ও মার্কসিট পেয়ে থাকে। তাহলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউটোরিয়াল কেন্দ্র থেকে কেন সার্টিফিকেট নেয়া যাবে না? যদি নিরাপত্তার প্রশ্ন আসে তাহলে বাউবির স্থানীয় কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে করে শিক্ষার্থীরা দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাবে। বাউবিতে যারা লেখাপড়া করে তাদের এক বিরাট অংশ মহিলা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কোন মহিলার পক্ষে ঢাকার গাজীপুরে একা এসে সার্টিফিকেট নেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সঙ্গে একজন সঙ্গী আনতে হবে। আসা-যাওয়ার খরচও কম নয়। তারপরও একদিনে কাজ হবে তার কে গ্যারান্টি নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। আপনার সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা উত্তরণের জন্য আপনার সদয় দৃষ্টি প্রার্থনা করছি।

অনিরুদ্ধ রায়হান
পরিচালক
ফিনিক্স অ্যাকাডেমি
ঝিনাইদহ-৭৩০০।